দৈনিক জনকণ্ঠ 14

তারিখ 09 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

ছেলেরা অঙ্কে মেয়েরা মুখস্তবিদ্যায় ভাল!

বিজ্ঞান ও গণিত পরীক্ষার সর্বোচ্চ পর্যায়ে ছেলেরা ৭ঃ১ অনুপাতে মেয়েদের পিছনে ফেলে দিয়েছে। তবে মাধ্যমিক পর্যায়ে এবং পাঠ উপলব্ধি ও লেখার মতো মৌলিক দক্ষতায় মেয়েরাই ছেলেদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে। গত ৩০ বছরের সমীক্ষা বিশ্লেষণ করে এই তথ্য উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে।

শুক্রবার ওয়াশিংটন থেকে এপির এ খবরে জানা যায় যে, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগের প্রফেসর ল্যারি হেজেস বলেন, এসব সমীক্ষার ফল থেকে বোঝা যায় যে, ছেলে ও মেয়েদের শিক্ষাগত সাফল্যে সমতা বিধানের প্রয়াসে তেমন কোন অগ্রগতি অর্জিত হয়নি।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা ১৯৬০-এর দশক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্কুল ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাগত সাফল্য সম্পর্কে পরিচালিত জাতীয় পর্যায়ের ছয়টি সমীক্ষা সমন্বিত করেছেন। এর থেকে পাওয়া ফলে জানা যায়, গত তিন দশকে ছেলেমেয়েদের গড় সাফল্য প্রায় সমানই রয়ে গেছে। অবশ্য স্কেলের শেষ প্রান্তে ছেলেদের ভিড় বেশি লক্ষ্য করা যায়। প্রফেসর ল্যারি বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের পার্থক্যের উল্লেখযোগ্য কোন অবসান ঘটেছে বলে তাঁরা লক্ষ্য করেননি।

মার্কিন বিজ্ঞান উন্নয়ন সমিতির বিজ্ঞান সাময়িকীতে শুক্রবার এই রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে।

প্রফেসর ল্যারি হেজেস বলেন, হাজার হাজার ছেলেমেয়ের ওপর পরিচালিত ছয়টি প্রধান সমীক্ষার ফল সমন্বিত করে গবেষকরা বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষার সাফল্যে লিঙ্গ বৈপরীত্য সম্পর্কে পরিসংখ্যানগতভাবে অত্যন্ত জোরালো উপসংহার টানতে পারেন।

ফল হচ্ছে ঃ পাঠ উপলব্ধির ক্ষমতা, দ্রুত উপলব্ধি এবং শব্দ ভাবানুষঙ্গ, স্মৃতির ক্ষেত্রে স্কেলের গোড়ার দিকে ছেলেরা ২ঃ১ অনুপাতে মেয়েদের পিছনে ফেলে দিয়েছে এবং উপরের পাঁচ থেকে ১০ শতাংশে স্থান করে নিয়েছে মেয়েরা। এতে খুব কম ছেলেই ঠাঁই পেয়েছে।